মৃতদেহকে যারা সযত্নে লালিত করে— অজয় মজুমদার
দ্বিতীয় পাতায়...
বর্ণমালা লোকউৎসবে নাটকের সমাহার
দ্বিতীয় পাতায়...
নানা অনুষ্ঠানে সার্থক ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর বার্ষিক উৎসব
তৃতীয় পাতায়...
দীঘা সুকান্ত পল্লী এফপি স্কুলের ফুটবল টুর্নামেন্ট
চতুর্থ পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 7 ❑ Issue 01 ❑ 23 Mar, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

মতুয়া মেলা উপলক্ষে টুইট প্রধানমন্ত্রীর

প্রতিনিধি ঃ মতুয়া মেলা উপলক্ষে টুইট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার টুইট করে তিনি লিখেছেন "মতুয়া ধর্মমেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। যা মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রাণবন্ত সংস্কৃতি প্রদর্শন করে। এ বিষয়ে বনগাঁর বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। তিনি টুইট করে মতুয়া গোসাই পাগল দলপতিদের শুভেচ্ছা ও সংবর্ধিত করেছেন।

উনিশে মার্চ গাইঘাটা ঠাকুরনগরে মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে শুরু হচ্ছে এবারের মতুয়া মহামেলা। মতুয়া ভক্তরা ঠাকুরবাড়ির কামনা সাগরের স্নান করে হরি গুরুচাঁদ মন্দিরে পুজো দেন। গত কয়েক বছর করোনা ভাইরাসের কারণে সেভাবে মতুয়া ভক্তরা ঠাকুরবাড়িতে এই পুণ্য শান উপলক্ষে আসতে পারেননি ।এই মেলা উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মতুয়া ভক্তরা আসতে শুরু করেছেন।

মতুয়াদের ঠাকুরনগরে আসার জন্য রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে বাড়তি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শান্তনু বাবু বলেন "৮ জোড়া এক্সপ্রেস ট্রেন ও ষোল জোড়া লোকাল ট্রেন চালানো হবে।

উত্তরাখণ্ড উত্তর প্রদেশ ঝাড়খন্ড আসাম রাজ্যেও বহু মতুয়া ভক্তরা রয়েছে তাদের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে রেল দপ্তর। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মতুয়া ডঙ্কা কাশি নিশান নিয়ে ঠাকুরবাড়ির

উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর টুইট করায় তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মতুয়া মহাসংঘের আরেক সঙ্ঘাধিপতি তথা তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ মমতা ঠাকুর।

মতুয়াদের জন্য তৃণমূল সরকার নিবেদিত প্রাণ দাবি অভিষেকের

প্রতিনিধি ঃ রাজ্য সরকার মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ বলে দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক

বন্দ্যোপাধ্যায়। গাইঘাটার ঠাকুরনগরে মতুয়া ঠাকুর বাড়িতে রবিবার ভোর থেকে শুরু হয়েছে মতুয়া ধর্ম মহামেলা। ওই মহামেলা উপলক্ষে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছে অভিষেক। তৃণমূলের পক্ষ থেকে এলইডি টিভি লাগিয়ে সেই বার্তা মতুয়া ভক্তদের শোনানো হচ্ছে। ওই ভিডিও বার্তায় অভিষেক বলেছেন, "মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য আমাদের সরকার উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করেছে। এখানে রাজ্য সরকার ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আমাদের সরকার মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ। আমাদের রাজ্য সরকারই হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম দিবসে সরকারিভাবে ছুটি ঘোষণা করেছে যা আর কেউ করেনি।"

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বীণাপাণি ঠাকুরের সুসম্পর্ক ছিল জানিয়ে অভিষেক বলেন, 'দেশ জুড়ে চলা বিদ্বেষ ও বিষবায়ুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। আমি এবং দল আপনাদের পাশে আছি।"

সোমবার সকালে মতুয়া ধর্ম মহা-মেলায় গিয়েছিলেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার

সিএএ কোনদিন চালু হবে না - দাবি জ্যোতিপ্রিয়র

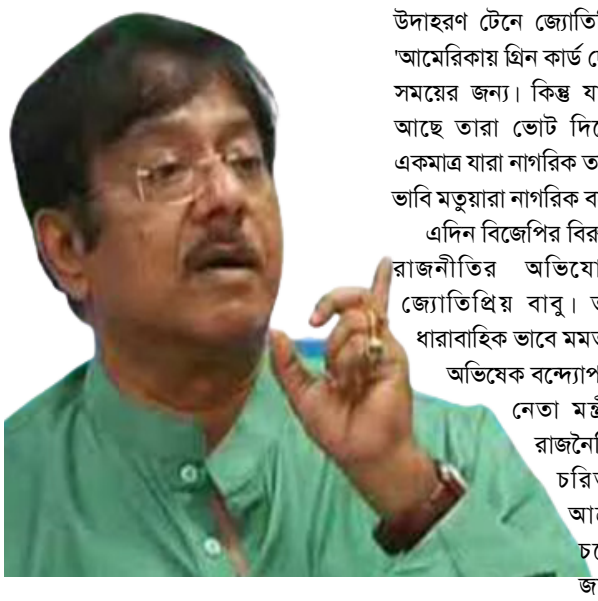

প্রতিনিধি ঃ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বা সি এ এ বিজেপি কোনদিন চালু করতে পারবে না। বুধবার বনগাঁয় দলীয় একটি সভায় এসে এই দাবি করলেন তৃণমূলের জাতীয় কর্ম সমিতির সদস্য তথা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

সেদিন বনগাঁ শহরের একটি লজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে জ্যোতিপ্রিয় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সেচ মন্ত্রী পার্থভূমি। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস সহ জেলা নেতৃত্ব। সভা শেষে জ্যোতিপ্রিয় সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেন। বিজেপি মতুয়াদের ভুল বোঝাচ্ছে। মতুয়ারা শান্ত ভদ্র নম্র শিক্ষিত। মতুয়ারা বিজেপির ওই ভুল বোঝানো এবার ধরে ফেলেছে। মতুয়াদের ভোটার কার্ড আছে প্যান কার্ড আছে পাসপোর্ট আছে তারা নাগরিক বলে ভোট দেয়। নতুন করে নাগরিকত্ব নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এ প্রসঙ্গেই আমেরিকার উদাহরণ টেনে জ্যোতিপ্রিয় বাবু বলেন 'আমেরিকায় গ্রিন কার্ড দেওয়া হয় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। কিন্তু যাদের গ্রীন কার্ড আছে তারা ভোট দিতে পারেন না। একমাত্র যারা নাগরিক তারাই ভোট দেয়। ভাবি মতুয়ারা নাগরিক বলেই ভোট দেয়।

এদিন বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতির অভিযোগ তুলেছেন জ্যোতিপ্রিয় বাবু। তার অভিযোগ ধারাবাহিক ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের বিজেপি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে আক্রমণ করে চলেছে। তিনি জানান তার ৪৫ বছরের রাজনৈতিক জীবনে এত বড় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আগে কখনো দেখেনি।

সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন 'শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি করেছিল একটি চক্র। আমরা সেই চক্রটাকে সনাক্ত করেছি। তার দাবি ওই চক্রটাকে প্রথমে ধরতে না পারাটা তাদের অক্ষমতা। পার্থ ভৌমিক বলেন নিয়োগ দুর্নীতি চক্র আইডেন্টিফাই করার পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ২০২২ সালে এমন ট্রেট পরীক্ষা হয়েছে গোটা দেশের কাছে তাও উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেউ আঙুল তুলতে পারেনি।

এ বিষয়ে বিজেপি নেতা দেবদাস মন্ডল বলেন বিজেপি নির্দেশে সিবিআই ই ডি তদন্ত করছে না। মহামান্য আদালতে নির্দেশে শিক্ষা দূর্নীতির তদন্ত করছে। তৃণমূল নেতাদের এত যন্ত্রনা হচ্ছে কেন। চোরদের জেলেই পোচতে হবে। সিএ এ বিজেপি চালু করবেই। এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ এক সিপিএম পার্টি সদস্যের বিরুদ্ধে ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়াতে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ৯ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল। শুক্রবার বাগদার রামনগর এলাকার বাসিন্দা তন্ময় বিশ্বাস ওই সিপিএম নেতার বিরুদ্ধে বাগদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ জানিয়েছে অভিযুক্ত যুবকের নাম সজল ভদ্র। বাড়ি বাগদা এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছেন। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগে তনময় দাবি করেছে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে সজল তাকে ফুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ায় চাকরি দেবে বলে তার কাছ থেকে ৯ লক্ষ টাকা নিয়েছিল। টাকা নেওয়ার কিছুদিন পর পোস্ট অফিসের মাধ্যমে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ও তন্ময়ের কাছে আসে। অভিযোগ তন্ময় সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে ফুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকে তাকে জানানো হয় এই অ্যাপার্টমেন্ট লেটার ভুয়ো। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে এরপর তিনি সজলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অভিযোগ সজল তাকে বিভিন্ন কথা বলে ঘোরাতে থাকেন। ঠিক মতন ফোন ধরতেন না ফোন ধরলেও কথা বলতেন না। তন্ময় বলেন, "১৫ই মার্চ সজল কে ফোন করলে। সে ফোনে গালাগালি করে। টাকা নিয়েছে তার প্রমাণ কি আছে এবং টাকা দেবে না বলে জানায়। এরপরেই আমি থানায় অভিযোগ করি। অভিযোগ অস্বীকার করে সজল বাবু বলেন "ভিত্তিহীন অভিযোগ। তন্ময় বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপাল রায়ের সম্পর্কে ভাইপো হয়। তিনি ওকে দিয়ে রাজনৈতিক কারণে মিথ্যা অভিযোগ করিয়েছেন।

তৃতীয় পাতায়...

মতুয়া মহা ধর্ম মেলা, শুভেচ্ছা বার্তা শাহ-মমতার

প্রতিনিধি ঃ হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথি মধু কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতে পূর্ণ স্নানের মাধ্যমে রবিবার ভোর থেকে গাইঘাটার ঠাকুরনগরে মতুয়া ঠাকুর বাড়িতে শুরু হল মতুয়া ধর্ম মেলা। এদিন বৃষ্টি উপেক্ষা করে লক্ষ লক্ষ মানুষ ঠাকুরবাড়িতে থাকা কামনা সাগরে ডুব দিয়ে পূর্ণ স্নান করেছেন। পূর্ণ স্থান চলবে সোমবার পর্যন্ত। দলে দলে ফতুয়া ভক্তরা ট্রেন বাস এবং পায়ে হেঁটে ঠাকুরবাড়িতে ডঙ্কা কাশি নিশান নিয়ে হাজির হচ্ছেন।

মতুয়া মেলা উপলক্ষে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের সংঘাতিপতি মমতা ঠাকুর বলেন 'মতুয়া ধর্ম মহামেলা উপলক্ষে মতুয়া গোসাই পাগল দলপতিদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাকে আমরা মতুয়া সমাজের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পাশাপাশি এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মতুয়াদের। এর আগে প্রধানমন্ত্রীও মতুয়াদের টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়ে ছিলেন ।

মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা জানানো নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছেন গাইঘাটার বিধায়ক তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের মহাসঙ্ঘাধিপতি সুব্রত ঠাকুর। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রীর কুমিরের কান্না কেঁদে লাভ নেই। উনি মতুয়াদের আরাধ্য দেবতা হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুর সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তার জন্য আগে ক্ষমা চান।

এ দিন মেলায় এসেছিলেন হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার ও রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার। সিএএ প্রসঙ্গে

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)

MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ০১ ❐ ২৩ মার্চ, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

তৃণমূল ও সোশাল মিডিয়া সেল

আশিবার রহমান রবিবার তাদের টিসিসিএফ-এর বাৎসরিক অনুষ্ঠান পালন করলো। মজার বিষয় কে এই আশিবার অথবা টিসিসিএফ? এরা কারা? অনুষ্ঠানটি তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যানারে করা হয়েছে অথচ তৃণমূল নেতৃত্ব হয়তো এই গ্রুপ বা আশিবারকে চেনেই না, তবে এরা কারা? যেকোনও রাজনৈতিক দলের নিজস্ব আইটি বা সোশাল মিডিয়া সেল থাকে। এ ব্যাপারে ভারতে পয়লা নম্বরে রয়েছে বিজেপি এবং এরপরেই রয়েছে সিপিএম। বিজেপির আইটি সেল যথেষ্ট শক্তিশালী। সম্পূর্ণ টিমটি চালায় তাদের নিজস্ব আইটি সেল। ভালো-মন্দ সব বিষয় তারা ফেসবুকে পোস্ট করে। দ্রুত ভাইরাল হয় সেসব পোস্ট।

প্রধানমন্ত্রী নিজেও নিয়মিত সোশ্যাল নেটওয়ার্কে থাকেন। ভোটের সময়ে এই আইটি সেলের জোরালো প্রচারে ভর করে বিশেষ সুবিধা পায় গেরুয়া শিবির। এরপরেই সিপিএম, তাদেরও নিজস্ব টিম রয়েছে। মাঝেমধ্যে মজাদার পোস্ট কিংবা কার্টুন যেকোনও দর্শককে আকর্ষিত করে। তৃণমূলের অন্তত লক্ষাধিক ছেলেমেয়েরা দলের হয়ে পোস্ট করলেও কোথাও সংগঠনের অভাবে সেগুলি জনপ্রিয় হয় খুব কম।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই আইটি সেল নিয়ে নিয়মিত উৎসাহ প্রদান করলেও এখনও পর্যন্ত সংগঠিত হতে পারেনি এই সেল। কারণ অবশ্যই এই আইটি সেল ছাড়াও বেসরকারি ভাবে অজস্র গ্রুপ আছে। অন্তত কয়েকশো। অথচ তাদের একছাদের তলায় আনা যায়নি। এছাড়া ওই একদল নানা পোস্ট করে নিজেদের উদ্যোগে, নিজেদের পয়সায়।

এতগুলো গ্রুপের খবর অথচ দলের কাছেই কোনও বার্তা নেই। এই গ্রুপগুলির সদস্যদের অনেকেই ভোটের সময়ে পোস্টার মারে, ভোটার স্লিপ বিলি করে, বুথে বসে, বিনিময়ে কিছুই চায় না তারা। সরকারি চাকরির বিতর্কে এদের কারও নাম আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।

এরা পাগলের মতো দলকে ভালোবেসে কাজ করে এবং সোশ্যাল নেটে পোস্ট দেয়, এরকমই আলোচিত গ্রুপটি। নিজেরা পয়সা চাঁদা তুলে নানা অনুষ্ঠান করে। এদের অধিকাংশই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে অথবা বেকার। রবিবার এরকমই এই অনুষ্ঠানে আলোচনা হয়েছে এক সঙ্গে চলতে হবে, লড়তে হবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে খাটতে হবে ইত্যাদি, উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বিধায়ক ড.রানা চ্যাটার্জী এবং অবশ্যই তৃণমূলের মুখপাত্র এবং আইটি সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত দেবাংশু ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তব্য রাখলেন। কিন্তু এক ছাতার তলায় আসার বিষয়টি আলোচিত হলেও, তা কবে বা কীভাবে পর্দার আড়ালেই রইলো।

গাইঘাটার ছেকাটিতে বিজেপি'র রক্তদান ও স্বাস্থ্য শিবির

নীরেশ ভৌমিক ঃ গ্রীষ্ম কালীন রক্তের সংকট কাটাতে বিগত বছরগুলির মতো এবার ও এক স্বেচ্ছা রক্তদান উৎসবের আয়োজন করে ভারতীয় জনতা পার্টির বনগাঁ দক্ষিন বিধানসভা কেন্দ্রের চাঁদপাড়া মণ্ডল কমিটি। গত ১৯ মার্চ গাইঘাটা ডুমা অঞ্চলের ছেকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দলনেতা চন্দ্রকান্ত দাস ও মণ্ডল সভাপতি শিক্ষক প্রশান্ত রায়ের নেতৃত্বে আয়োজিত শিবিরে মোট ৬০ জন দলীয় নেতা ও কর্মীসমর্থকগণ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাঙ্কের চিকিৎসক ডাঃ জি. পোদ্দারের নেতৃত্বে স্বাস্থ্যকর্মীগণ রক্ত সংগ্রহ করেন। রক্তদাতাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। দলনেতা চন্দ্রকান্ত দাস সকলকে স্বাগত জানান। শিবিরে উপস্থিত হয়ে দলের জেলা নেতৃত্ব ও বনগাঁ পৌরসভার বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মণ্ডল রক্তদাতাদের শুভেচ্ছা জানান এবং সেই সঙ্গে জনস্বার্থে দলীয় কর্মীদের এই মহতী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এদিনের কর্মসূচীতে দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ দলনেতা অসীম বসু, তপন দাস, মলয় রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

রক্তদান উৎসব উপলক্ষে এদিন চক্ষুশিবিরের ও আয়োজন করেন বিজেপি'র নেতৃত্ব। চাঁদপাড়া আইরিশ হেল্থ পয়েন্ট এর চিকিৎসকগণ বিনা পারিশ্রমিকে ৭০ জন চক্ষুরোগীর চক্ষু পরীক্ষা করেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। এদিনের নিম্নচাপের অকাল বর্ষণ সত্ত্বেও বিজেপি'র কর্মী সমর্থকগনের আন্তরিক প্রয়াসে সমগ্র কর্মসূচী সার্থক হয়ে ওঠে।

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা
মৃতদেহকে যারা সযত্নে লালিত করে

অজয় মজুমদার

মানুষ একদিন পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে একথা ঠিক, কিন্তু আজব এক রীতি চালু রয়েছে ইন্দোনেশিয়ার পাঙ্গালায়। সেখানে মৃতদেহের সঙ্গে স্বজনেরা একসঙ্গে বসবাস করেন। সেখানেই শুধু থেমে থাকেননি। মৃতদেরকে প্রতিদিন স্নান করানো, পোশাক পরানো, এমনকি খাওয়ানোও হয়।

ইন্দোনেশিয়া হল মুসলমান অধ্যুষিত দেশ। পাঙ্গালায় তোরাজা সম্প্রদায় এমনই রীতি যুগ যুগ ধরে মেনে আসছে। ইন্দোনেশিয়ার বালি থেকে ১৮০ কিলোমিটার উত্তর পূর্বদিকে দক্ষিণ সুলায়েসির পাঙ্গালা। সেখানে তোরাজা সম্প্রদায়ের বাস। তারা প্রধানত খ্রীষ্টান। জন্মের পর থেকেই তাদের বিশ্বাস, মৃত্যু মানে জীবনের শেষ নয় বরং জীবনের একটি অংশ। মৃত্যু মানে আত্মার দেহ ত্যাগ নয়। মৃত্যু মানে তিনি জীবিত কথা বলতে পারেন না। তাই এই সম্প্রদায়ের কারো মৃত্যু হলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বদলে তার বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। তারা মৃতদেহ কফিনের মধ্যে রেখে দেন। ঢাকনা খুলে গল্প করেন। এভাবে তারা প্রিয়জনকে নিজের কাছে বহুদিন রেখে দেন সামর্থ্য অনুযায়ী। কারণ মৃতদেহ ভালোভাবে সংরক্ষণ না করলে পচে যাবে। আর সেটা অনেক ব্যয় সাপেক্ষ। এর জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক প্রয়োজন হয়।

এরপর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয়। তোরাজারা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর পর মহিষই তাদের স্বর্গের রাস্তা দেখায়। তাই একজন মৃত ব্যক্তির জন্য অন্তত একটি মহিষ বলি দেওয়া বাধ্যতামূলক। একটি

মধ্যবিত্ত পরিবার একজনের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় ২৪টি মহিষ বলি দেয়। অর্থনৈতিক সামর্থ্য থাকলে বলির সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। তাদের কাছে প্রথম বলি দেওয়া মহিষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা মানে প্রিয়জনের মৃত্যু। বিশেষজ্ঞদের মতে, তোরাজারা অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া খুব জাঁকজমক করেই পালন করে। মহিষ কেনার টাকা এবং অন্ত্যেষ্টি রীতির খরচ জমানোর জন্য তারা মৃতদেহ বাড়িতে রাখেন। বলি দেওয়ার পর মহিষের মাংস উপস্থিত আত্মীয়দের খাওয়ানো হয়। তারা অন্তেষ্টি ক্রিয়ার পর মৃতদেহ সহ কফিন নির্দিষ্ট কোন গুহায় রেখে দেন। বছরে একবার আত্মীয়রা গুহার কাছে যান। কফিন থেকে মৃতদেহ তুলে পরিষ্কার করে নতুন পোশাক পরান, খাওয়ান। তাদের বিশ্বাস, মৃতদের সম্মান প্রদর্শন করলে তাদের আয়ু বাড়বে এবং সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

কোন কোন ব্যক্তি আছেন যারা মৃতকে ভুলতে পারেন না কোনোভাবেই। মাঝে মাঝেই তারা এমন সব কাজ করে বসেন যা পাগলামো বলে মনে হয়। ডেভিড হল মিশিনগানের মানুষ। মৃত বান্ধবীর সঙ্গে একমাস বসবাস করেন। ২০১৭ সালের ডিসেম্বর মাসেক্ষমা মারা গিয়েছিলেন ৫৬

বছর বয়সের বান্ধবী কেন ডান্স শিমোন্ন। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে আগ পর্যন্ত এ সম্পর্কে পুলিশের কোন ধারনাই ছিল না। নিজের প্রিয়জনকে ছেড়ে থাকতে পারেননি ডেভিড। তাই নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন। পুলিশ অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে শয়নকক্ষে শিমোন্ন-এর লাশ পায়। হলকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল মৃত্যুর জন্য সে দায়ী। পুলিশের মতে মানসিকভাবে ডেভিড অসুস্থ ছিলেন।

মিথাইল ইউজিন স্টিফেন ২০১৫ সাল ১৩ই মে। পুলিশের কাছে ফোন আসে বাসিন্দাদের কাছ থেকে। তারা আর গন্ধে কোনোমতেই টিকতে পারছেননা। পুলিশ এসে ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করেন। একাশি বছরের বৃদ্ধা, জয়েশের মৃত বানিয়ে রাখা হয়েছে। ঠিক যেন সাইকো ছবিটি থেকে উঠে এসেছে দৃশ্যটি।

বেলজিয়ামের এক নারীর স্বামী মার্সেলের মৃত্যু হয়েছিল ২০১২, নভেম্বরে। স্বামীকে এভাবে চলে যেতে দিতে পারেননি। তাই মৃত স্বামীকে মমি করে বিছানাতে শুইয়ে রেখেছিলেন— যেন কিছুই হয়নি। আদি অনাদি কাল থেকেই তারা এমন ভাবেই আছেন। প্রতিবেশীরা হতবাক।

অধিবিদ্যা মডেল গুলিতে আস্তিকেরা সাধারণত এক ধরনের পরকালে বিশ্বাস করে থাকেন। যা মৃত্যুর পর তাদের জন্য অপেক্ষা করে। অনেক ধর্মেই তো সে খ্রিস্টধর্ম বা ইসলাম বা অনেক পৌত্তলিকবাদী বিশ্বাস ও পরোকাল বলতে মৃত্যুর পর অন্য এক জগতে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হোক। সব ক্ষেত্রেই বিশ্বাস করা হয়নি জীবিত অবস্থায় তার কৃতকার্যের শাস্তি অথবা পুরস্কার।

বাংলা রঙ্গমঞ্চ ঃ নটী বিনোদনীর নাম যুগ যুগ ধরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে

এক নটী হলেন মঞ্চ সাম্রাজ্ঞী। যিনি নিজের জীবন, যৌবন বাঁধা রেখেছিলেন থিয়েটারের কাছে। থিয়েটার তাঁকে দিয়েছে অমরত্ব, আর দিয়েছে অপবাদ ও প্রতারণার গোলাপ উপহার। সেই অমর মঞ্চ সাম্রাজ্ঞীকে নিয়ে কলম ধরলেন— নির্মল বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর...

আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এই বাংলায় নামী দামি অনেক বিখ্যাত চিত্রপরিচালক আছেন, তাঁদের কাছে নিবেদন রাখছি, অতীতে বিনোদন জগতের মঞ্চ সম্রাজ্ঞী 'বিনোদিনী'কে নিয়ে একটি সঠিক তথ্যমূলক ডকুমেন্টারি ফ্লিম বা তথ্যচিত্র তৈরি করতে এগিয়ে আসুন। বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে বিনোদিনী অভিনেত্রী হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠা। অভিনয় কলায় তাঁর প্রতিভার অসামান্য বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছিল। একথা তৎকালীন প্রখ্যাত নাট্য বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করে গেছেন।

বিনোদিনীর দাসীর জন্ম ১৮৬০ সালে। মাত্র এগারো-বারো বছর বয়সে অভিনয় জীবন শুরু করেন। এক সহায় সম্বলহীন বংশে তাঁর জন্ম। বিনোদিনীর লেখার বর্ণনা থেকে জানা যায়। তখন কলকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটের যে বাড়িতে থাকতেন, মা এক ভাই-এর সঙ্গে কেটেছে ছেলেবেলা, সেটা ছিল দিদিমার বাড়ি। আদতে সেটা ছিল কোঠাবাড়ি। খোলার চাল, প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে রূপোপজীবীদের সংসার। এ বাড়ির ইতর-উত্তম দিনরাত হাসি-কান্না দেখতে দেখতে বড় হয়েছেন বিনোদিনী। তাঁদের সংসারে দারিদ্র্য আর অভাব ছিল নিত্যসঙ্গী। বিনা চিকিৎসায় তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্বভার এসে পড়ে তাঁর কাঁধে। তাঁদের বাড়িতে গঙ্গামণি নামে এক বাঈজি ভাড়া থাকতেন। তাঁর কাছে সাত-আট বছর বয়স থেকেই বিনোদিনীর সঙ্গীতচর্চা শুরু। একসময় গঙ্গামণির কাছে গান শুনতে আসতেন বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ব্রজ শেঠ-এর মতো তৎকালীন বিশিষ্ট মানুষেরা। এঁদের পূর্ণ সহযোগিতায় মাত্র এগারো বছর বয়সে দশ টাকা মাস মাইনেতে 'গ্রেট ন্যাশনাল' থিয়েটারে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে গেলেন। এই হল তাঁর অভিনেত্রী জীবন শুরু। তিনি প্রথম "শত্রু সংহার" (বেণী সংহার) নাটকে দ্রৌপদীর পরিচারিকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই ছোট্ট ভূমিকা হলেও তিনি এমনই নৈপুণ্য

দেখালেন যে পরবর্তী নাটক 'হেমলতা'-তে তিনি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে গেলেন। ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত এই থিয়েটারে এমন কি এদের উত্তর ভারত ভ্রমণের সময়ে বিভিন্ন নাটকে তিনি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। যেমন, 'নবীন তপস্বিনী'-তে কামিনী, 'লীলাবতী' নাটকে নাম ভূমিকায়, অর্থাৎ লীলাবতী, 'নীলদর্পণ' নাটকে সরলা, 'শরৎ-সরোজিনী'-তে সরোজিনী, 'সতী কি কলঙ্কিনী'-তে রাধিকা, 'সধবার একাদশী'-তে কাঞ্চন প্রভৃতি। বহু ধরনের ভূমিকায় তিনি অসাধারণ অভিনয় করেছেন। তারপর একে একে 'বেঙ্গল থিয়েটার', 'স্টার থিয়েটার'-এ অভিনয় করেন।

১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৭৭ এর জুলাই পর্যন্ত তিনি ছিলেন 'বেঙ্গল থিয়েটার'-এর সঙ্গে যুক্ত। সেই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বেশ কিছু উপন্যাসে রোমান্টিক নায়িকা হিসেবে তিনি সকল দর্শকদের মনোরঞ্জন করে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

চলবে...

বর্ণমালা লোকউৎসবে নাটকের সমাহার

প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি ঠাকুরনগর বর্ণমালা প্রাঙ্গণে ষষ্ঠ বর্ষের "বর্ণমালা লোক উৎসব " অনুষ্ঠিত হলো। তিন দিনের এই উৎসবের উদ্বোধক ছিলেন রাজ্য একাদেমির সদস্য সচিব ডঃ হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন রাজ্য একাদেমির সদস্য আশীষ চট্টোপাধ্যায়।

উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক সুজন গাইন এবং সমাজকর্মী নরোত্তম বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে "বর্ণমালা স্মারক সন্মাননা "জ্ঞাপন করা হয় কবি সাহিত্যিক বিভাস রায়চৌধুরী এবং নৃত্য শিল্পী বনানী বসুকে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী নৃত্যে ছিলেন তন্ময় প্রসাদ। বর্ণমালা'র নৃত্যগুরু তন্ময় প্রসাদ এবং পূজা বিশ্বাসের পরিচালনায় "আমার নৃত্য ; আমার অস্তিত্ব " শীর্ষক নৃত্যানুষ্ঠানে শাস্ত্রীয় নৃত্য পরিবেশিত হয়।

নাট্যকার ইন্দ্রনীল ঘোষ পরিচালিত " নসীব" নাটকটি দর্শকদের আলোড়িত করেছে। সুন্দর ও সুস্থ জীবন গঠনে এবং প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টিতে নৃত্য, অঙকন,সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

পরিবেশ নিয়ে সচেতন করতে প্রতিযোগিদের হাতে চারাগাছ তুলে দেওয়া হয়। দোকানদারেরা বিভিন্ন পসার সাজিয়ে বসেন : কেনাকাটার জন্যে মানুষের ঢলে মিলনক্ষেত্রে পরিনত হয়।

নানা অনুষ্ঠানে সার্থক ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর বার্ষিক উৎসব

নীরেশ ভৌমিক: ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী অফ কালচার আয়োজিত

সপ্তাহব্যাপী সাংস্কৃতিক কর্মশালা শেষে বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হয় ঠাকুরনগর হাজরাতলার জানকি মঞ্চে। গত ১০ মার্চ সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত উৎসবের সূচনা করেন প্রাক্তন সাংসদ ডঃ অসীম বালা। ছিলেন সংস্কৃতিপ্রেমী শিবপ্রসাদ দাস, বিদ্যুৎকান্তি মন্ডল ও বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী ঝর্না মন্ডল প্রমুখ। সংস্থার কর্ণধার স্বনামধন্য মূকাভিনয় শিল্পী চন্দ্রকান্ত শিরালী উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সংস্থার সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাদের বক্তব্যে বছরভর মূকাভিনয় সহ সুস্থ-সংস্কৃতির চর্চায় ঠাকুরনগর মাইম একাডেমী ও সংস্থার কর্ণধার চন্দ্রকান্তবাবুর নিরলস প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। এদিন বিশিষ্টজনদের হাত দিয়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষনার্থীগণের হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নাট্য একাডেমীর অর্থানুকুল্যে উৎসবে আমন্ত্রিত নাট্য দলের নাটক ছাড়াও ছিল সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের অনুষ্ঠান সংস্থার সদস্যদের মূকাভিনয়। এছাড়াও ছিল নাটকের সেমিনার।

প্রথম দিন বিশিষ্ট নাট্যনির্দেশক তপন দাসের নির্দেশনায় কর্মশালায় প্রস্তুত নাটক 'রাজপুত্রের অভিযান' সমবেত দর্শক মন্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। দ্বিতীয় দিন খড়দহ থিয়েটার জোন পরিবেশিত বর্তমান সমাজে কি মুসলিম, কি হিন্দু রমণীদের উপর নির্যাতনের করুণ চিত্রটি ফুটে উঠেছে রুদ্ধশ্বাস 'আমি তো সেই মেয়ে' নাটকটিতে। এদিন গোবরডাঙা নাবিকের মঞ্চ সফল মনোজ মিত্রের নাটক 'পাখি' সমবেত দর্শক মন্ডলীকে মুগ্ধ করে। এদিন কোচবিহার থেকে আগত ছায়ানীড় সংস্থা পরিবেশিত মূকাভিনয় দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। শেষ দিনে বসিরহাট কিংশুকের নতুন নাটক 'দাওয়াই' ও গোবরডাঙ্গার রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা প্রযোজিত ও বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য নির্দেশিত শিক্ষামূলক নাটক 'ভীষ্মের শরশয্যা' সমবেত দর্শক সাধারনের প্রশংসা লাভ করে। সবকিছু মিলিয়ে ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

মতুয়া সেবায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পরিষেবা কেন্দ্র

নীরেশ ভৌমিকঃ মতুয়া সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১২ তম জন্মতিথি উপলক্ষে লক্ষ- লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটে ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়িতে। বারুনি স্নান ও মহামেলায় শুধু এই রাজ্য বা দেশ নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অগণিত মতুয়া ভক্ত সমবেত হন। ১৯ মার্চ থেকে এবারও দেশ- বিদেশ থেকে মতুয়া ভক্তজনেরা আসতে শুরু করেন ঠাকুরবাড়িতে। মেলা উপলক্ষে ভারতীয় রেল স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করে।

উত্তর ২৪ পরগণা সহ পার্শ্ববর্তী জেলার মতুয়াভক্তরা লরি, বাস, ম্যাটাডোর ও অটো- টোটোতে কিংবা পায়ে হেঁটে ঠাকুরবাড়িতে মেলা ও পুণ্যস্নানে যোগ দেন। বিভিন্ন সড়কের ধারে বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন এবং ব্যক্তিগত ভাবে ধর্মপ্রাণ মানুষজন পথ ব্যবস্থা করেন।

রবিবার দিন সকলে থেকেই চাঁপাড়া ঠাকুরনগর সড়কে ঢাকুরিয়া চৌমাথায় মতুয়াদের সেবায় এগিয়ে আসেন চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়ার নবগঠিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পরিষেবা কেন্দ্রের সদস্যগণ। সংগঠনের সভাপতি, সম্পাদক সহ সকল সদস্যগণ সংগঠনের পোষাক পরে পথচলতি ক্লান্ত মতুয়াদের হাতে পানীয় জল, বাতাসা এবং গরম খিচুড়ি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এদিনের নিম্নচাপের ভারি বৃষ্টির সময়েও পথচলতি মতুয়া ভক্তদের শিবিরে আশ্রয় দিয়ে তাঁদের হাতে গরম খিচুড়ি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান পরিষেবা কেন্দ্রের সদস্যাগণ। সংগঠনের মহিলা সদস্যগনকেও মতুয়া সেবায় এগিয়ে আসতে দেখা যায়। এলেকাবাসী সহ মতুয়া পূন্যার্থীগণ ও

চলতি মতুয়াদের সেবায় রাস্তার ধারে অস্থায়ী শিবির করে বিশ্রামের ব্যবস্থ্য করে পানীয় জল, বাতাসা, চা- বিস্কুট সহ বিভিন্ন খাবারের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পরিষেবা কেন্দ্রের এই মহতী ও মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

গোবরডাঙ্গায় কথা প্রসঙ্গের নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত

নীরেশ ভৌমিক ঃ নাট্য দলের শহর গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্য দল কথা প্রসঙ্গ আয়োজিত কথা প্রসঙ্গ নাট্যোৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো গোবরডাঙ্গা পৌর টাউন হলের প্রমথনাথ বসু মঞ্চে। গত ১০ মার্চ সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রোজ্বলন করে ৩ দিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্য উৎসবের সূচনা করেন গোবরডাঙ্গার পৌর প্রধান শঙ্কর দত্ত, ছিলেন প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্যামল দত্ত, প্রদীপ রায় চৌধুরী, নাট্য নির্দেশক আশিস দাস প্রমূখ। কথা প্রসঙ্গের কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য পরিচালক বিকাশ বিশ্বাস সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার পক্ষ থেকে সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, স্মারক উপহারে বরণ করে নেওয়া হয়। বিশিষ্টজনেরা সকলে নাট্যচর্চা ও প্রসারে কথা প্রসঙ্গ নাট্যদলের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান। নাট্য পরিচালক বিকাশ বিশ্বাসের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং সেই সঙ্গে নাটকের দর্শক বাড়ানোর প্রতি নজর দেওয়ারও আহ্বান জানান। কথা প্রসঙ্গ নাট্যোৎসবে এবারের বিশেষ আকর্ষণ ছিল আন্তঃ বিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতা। বিকাশবাবু জানান, এলাকার ১০ টি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা আন্তঃ বিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে।

এছাড়া নাট্যোৎসবে জেলার মোট ৬টি নাটক মঞ্চস্থ হয়। ছিল কথা প্রসঙ্গ প্রযোজিত ও বিকাশ বিশ্বাস নির্দেশিত সকলের ভালোলাগার নাটক আলিবাবা ও ৪০ চোর।

এবারের ন্যাটোৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল জেলার কয়েকজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীর চিত্র প্রদর্শনী। সবকিছু মিলিয়ে কথা প্রসঙ্গ নাট্য উৎসব-২০২৩ সার্থকতা লাভ করে।

হাবড়া নন্দনিক এর সেমিনার ও নাট্যোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙার নকসা পরিচালিত সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিচিত্রায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল হাবড়ার অন্যতম নাট্যদল নান্দনিক আয়োজিত নান্দনিক নাট্য উৎসব -২০২৩।

এদিন সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে দুদিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যোৎসবের সূচনা করেন হাবড়া পৌরসভার সংস্কৃতি প্রেমী পৌরপ্রধান নারায়ণ চন্দ্র সাহা। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস দাস, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, আশিস চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। উদ্যেক্তারা উপস্থিত বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক, উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। উদ্যোক্তারা এদিন জেলার বিভিন্ন নাট্যদলকে

চতুর্থ পাতায়...

আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

এদিকে ১২ই মার্চ সজল বাবু, গোপালনগর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। সেখানে তিনি দাবি করেছিলেন একলা মার্চ দুষ্কৃতীরা তাকে অপহরণ করেছিল। গয়না ও নগদ টাকা মিলিয়ে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা মুক্তি পণ দিতে হয়েছিল। ওই ঘটনার পর থেকে তিনি বাড়িছাড়া। গোটা ঘটনায় মিডিলম্যানের ভূমিকায় ছিল গোপা দেবী।

এ বিষয়ে বাগদা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গোপা রায় বলেন "বহু মানুষের কাছ থেকে চাকরি দেওয়ার নাম করে সজল টাকা আত্মসাৎ করেছে। তারাই এখন টাকা ফেরত চাইছে। চিটিংবাজী ওদের জিনে রয়েছে। এটা ওদের পারিবারিক ব্যবসা। ও যে টাকা নিয়েছে তার নথিপত্র রয়েছে।

মতুয়া মহা ধর্ম মেলা, শুভেচ্ছা বার্তা শাহ-মমতার

প্রথমপাতার পর...

অসীম বাবু এদিন বলেন 'রান্না তৈরি হয়ে গিয়েছে এখন থালায় পড়তে বাকি। বিজেপি ছাড়া কেউই সিএএ কার্যকর করবে না। ঠিক সময়ে সিএএ কার্যকর করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা জানানো নিয়েও কটাক্ষ করেছেন অসীম বাবু। তিনি বলেন 'মুখ্যমন্ত্রী যে অপরাধ করেছেন তার মূল্যায়ন করতে হয়তো সময় নিয়েছিলেন। সে কারণেই দেরি করে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন। এ বিষয়ে মমতা ঠাকুর বলেন 'আগামী দিনে মতুয়া ভক্তরা এসব কথার জবাব দেবেন। প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মতুয়াদের জন্য কি করেছেন। আমাদের মহাধর্ম মেলাকে কেন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় মেলা হিসেবে ঘোষণা করলো না। এদিন সুব্রত ঠাকুর মেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

তিনি বলেন গাইঘাটা থানার পুলিশ যথেষ্ট চেষ্টা করছে কিন্তু মেলার তুলনায় প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নেই। যদিও এ কথা মানতে নারাজ মমতা দেবী। তিনি জানান পুলিশ রয়েছে বলেই কোন দুর্ঘটনায় এখনো ঘটেনি। রবিবার ভোর থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৃষ্টি শুরু হয়। মেলার এলাকা কাঁদায় ভরে যায়। যদিও মতুয়া ভক্তদের মধ্যে উৎসাহে খামতি ছিল না। এই পরিস্থিতির মধ্যেই তারা কামনা সাগরে স্নান করেছেন। হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে পূজো দিয়েছেন। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর এবার বড় আকারে মহামেলা হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই মতুয়াদের মধ্যে মেলায় আসার উৎসাহ বেশি। দেশ বিদেশ থেকে এবার মতুয়ারা জড়ো হয়েছেন। বাংলাদেশ থেকেও প্রচুর মতুয়া ভক্তরা এসেছেন। বাংলাদেশ থেকে আসা মতুয়া ভক্ত অনন্ত বাড়ুই বলেন 'করোনার কারণে গত দু-তিন বছর আমরা ঠাকুরনগরে আসতে পারিনি। এবার ৪০ জনের একটি দল এসেছি। পূর্ণ স্নান করলাম। এই স্নান আমাদের কাছে বড় শান্তির। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে আগামী বছর ফের আমরা আসবো।

E-TENDER

Tender Notice No. : 19/RAM/E-TENDER/15th FC(Tied Fund)/2022-23, Date : 21/03/2023
Memo No. : 62/RAM/15thFC(Tied Fund)/2022-23, Date : 21/03/2023
Name of Work : Upgradation of Pucca Drain with Cover Slab from Dakshin Para Kalitala to Land of Brindaban Halder at Mouza – Pipli, Sansad No- II under Ramnagar G.P. of Gaighata Block.

Tender Notice No.: 19/RAM/E-TENDER/15th FC(Tied Fund)/2022-23 , Date : 21/03/2023
Memo No. : 62/RAM/15thFC(Tied Fund)/2022-23 , Date : 21/03/2023
Name of Work : Upgradation of Pucca Drain with Cover Slab from Land of Chhiyaraf Mondal to Land of Asraf Mondal at Mouza – Tentulberia, Sansad No- XI under Ramnagar G.P. of Gaighata Block.

'For all NIT No, Date of Closing – **28.03.2023 at 2.00 P.M.,** Date of Opening – **30.03.2023 at 11.00 P.M.**
Website :- http://etender.wb.nic.in or http://wbtenders.gov.in
All other details information will be had from the office of the undersigned.

Sd/-
PRODHAN
RAMNAGAR GRAM PANCHAYAT

দীঘা সুকান্ত পল্লী এফপি স্কুলের ফুটবল টুর্নামেন্ট

নীরেশ ভৌমিকঃ গত ১৬ মার্চ বিদ্যালয়ের ১০ম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এক ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে গাইঘাটা পূর্ব চক্রের দীঘা সুকান্তপল্লী এফপি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ। এদিন মধ্যাহ্নে চাঁদপাড়া ষ্টেশন পার্শ্বস্থ ঢাকুরিয়া সোনালী ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত ফুটবল টুর্নামেন্টে চারটি স্কুলের ছাত্ররা অংশ গ্রহন করে। প্রথম সেমিফাইনালে সেকাটি এফপি স্কুলের খেলোয়াড়রা চাঁদপাড়া নিম্ন বুনিয়াদী এফ পি স্কুলকে ৪-০ গোলে পরাস্ত করে ফাইনালে ওঠে, দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আয়োজক দীঘা সুকান্ত পলী স্কুল শিমুলিয়াপাড়া এফ পি স্কুলকে ৪-০ গোলে পরাস্ত করে। অপরাহ্নে চূড়ান্ত পর্বের খেলায় সেকটি এফ পি স্কুল ও দীঘা সুকান্তপল্লী স্কুল হাড্ডাহাড্ডি লড়াইতে অবতীর্ণ হয়।

দ্বিতীয় অর্ধে সুকান্তপল্লী স্কুলের খেলোয়াড়রা লাড়াইতে পিছিয়ে পড়ে। ৩-০ গোলে জয়ী হয় ছেকাটি এফপি স্কুল। খেলা শেষে বিজিত ও বিজিত দলের অধিনায়কের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। সুষ্ঠভাবে খেলা পরিচালনা করেন রাজীব মোহন্ত ও বাপ্পা দাস। এদিনের টুর্নামেন্টে বিশিষ্ট জনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য চিন্ময় ভক্ত, সোনালী সংঘের সভাপতি ও শিক্ষক অনুপ সেনগুপ্ত, চাঁদপাড়া কেজি গ্রুপের সম্পাদক লিটন বিশ্বাস, শিক্ষক নেতা স্বপন পাঠক, প্রধান শিক্ষিকা ইলা মণ্ডল সহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ। সুকান্ত পল্লী স্কুলের ভার প্রাপ্ত শিক্ষক বাসুদেব বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ইন্দ্রনীল মুখাজী, ধীমান বিশ্বাস, সুমন্ত ঘোষ, দেবাশিস সাহা ও শিক্ষিকা রঞ্জিতা বোসের আন্তরিক উদ্যোগে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে আয়োজিত টুর্নামেন্ট বহু দর্শকের উপস্থিতিতে সার্থক হয়ে ওঠে।

নাবিক নাট্যমের সার্থক প্রযোজনা "পাখি"

সঞ্জিত সাহা ঃ সম্প্রতি গোবরডাঙ্গা সংস্কৃতি কেন্দ্রে মঞ্চস্থ হলো। নাট্যকার মনোজ মিত্র অসংখ্য প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে, এক মধ্যবিত্তের স্বপ্নের আকাশে উড়াল দেবার বাসনাকে কেন্দ্র করে নির্মাণ করেছেন পাখি নাটক।

সে আকাশ ছোটো আকাশ, স্বপ্নও ছোটো, তবুও স্বপ্ন পূরণে অজস্র বাধা। নিদারুণ প্রচেষ্টায় প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে উঠতে নাটক পৌঁছে যায় ক্লাইমেক্স এ। সেলসম্যান নীতিশের সাধ হয়েছিল, সে অন্তত একদিন আরশোলা থেকে পাখি হবে। উড়াল দেবে দীর্ঘদিনের কল্পনার আকাশে। বিয়ের পর নীতিশ আর শ্যামা ছিল সুখী দুই পাখির মতই। কিন্তু অভাবের পেষণ তাদের শেষ করে দিয়েছে। সেদিন ছিল ৭ই ফাল্গুন, নীতিশ চেয়েছিল জীবনে সে একটা দিন আরশোলা থেকে পাখি হবে, তাই বিবাহ বার্ষিকীর দিনে আয়োজন করেছিল স্বপ্ন পূরণের সেই মুহূর্ত। কিন্তু যাদের জন্য আয়োজন, তারাই শেষ পর্যন্ত আসে না, কারণ তারা নীতিশকে করুনা করতে চায়। মুহূর্তের মধ্যে সব আয়োজন নষ্ট করে দেয় নীতিশ। যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে, তার আর পাখি হওয়া হলো না, কিন্তু শ্যামা তার সহমর্মিতায় স্বার্থক করে তোলে তাদের ৭ই ফাল্গুন কে। জীবন অধিকারীর বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনায় নাটকটি ইতিমধ্যেই দর্শক মহলে উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। আস্তিক মজুমদারের আবহ সংগীত এবং সঞ্জয় নাথের আলো নাটকটিকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। অবিন দত্ত ও সুব্রত কর্মকারের মঞ্চ বেশ মানানসই। শ্যামা চরিত্রে আল্পনা দাসের সাবলীল অভিনয় দর্শকদের মনে

অনেক দিন থাকবে। উকিল চরিত্রে শ্রাবনী সাহার অভিনয় দর্শকদের নজর কেড়েছে। গোপালের ভূমিকায় অবিন দত্ত চমৎকার অভিনয় করেছেন। নীতিশের চরিত্রে অভিনয় করেছেন নির্দেশক জীবন অধিকারী। তার অভিনয়ে জাদু আছে আরও একবার প্রমাণিত হলো এবং তার সুমধুর কণ্ঠে গান এই নাটকের একটি অমূল্য সম্পদ।

হাবড়া নন্দনিক এর সেমিনার ও নাট্যোৎসব

প্রথম পাতার পর

যিনি আলো ও শব্দ দিয়ে নাট্য প্রযোজনাকে সার্থক করে তুলতে দীর্ঘদিন যাবৎ সহযোগিতা করে আসছেন, সেই বিশিষ্ট আলোক শিল্পী গৌতম সরকার ও প্রবীণ নাট্যকর্মী প্রেমেশ্বর বারুইকে ' নান্দনিক সম্মান -২০২৩ এ ভূষিত করেন।

উদ্বোধক পৌরপতি নারায়ণ বাবু তাঁর বক্তব্যে হাবড়া নাট্য চর্চা ও সুস্থ্য সংস্কৃতির প্রসারে নান্দনিক এর নিরলস প্রয়াস এর ভূয়ষী প্রশংসা করেন। সেই সঙ্গে আগামী দিনেও নান্দনিক ও তাঁর কর্ণধার নাট্য একডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত অভিনেতা দেবব্রতবাবুর পাশে থাকার আশ্বাস দেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেবব্রতবাবুর কণ্ঠে নাটকের গান উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তিমির বিশ্বাসের সঞ্চালনায় এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

এদিন শুরুতেই আয়োজক নান্দনিক প্রযোজিত এবং মহিলাগণ পরিবেশিত নাটক বড় খবর এবং দত্তপুকুর দৃষ্টি প্রযোজিত নাটক কবিগুরুর কবিতা অবলম্বনে জুতো আবিষ্কার ও গোবরডাঙা নাবিক নাট্যম প্রযোজিত নতুন নাটক মনোজ মিত্রের পাখি দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে। দ্বিতীয় দিন গোবরডাঙার 'কথা প্রসঙ্গ ' পরিবেশিত সকলের ভালো লাগার নাটক আলিবাবা-৪০ চোর, রানীকুঠি আঙ্গিকের 'ইন ক্যামেরা' এবং হাবড়া শ্রীনগর নাট্যমিলন গোষ্ঠী প্রযোজিত ও বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব দিলীপ ঘোষ নির্দেশিত সামাজিক নাটক 'জন্মদিনে' সমবেত দর্শকদের মুগ্ধ করে। নান্দনিক এর সম্পাদক দেবব্রত দাস জানান, আগামী ২৩ মার্চ হাবড়ায় 'ছাত্র ছাত্রীদের উপর নাট্য কর্মশালার প্রভাব' শীর্ষক নাট্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে।

চাঁদপাড়া তথা জেলার ঐতিয্যবাহী বেঙ্গল ফাইন আর্টস কলেজে পেইন্টিংএর কর্মশালা ও সেমিনার

নীরেশ ভৌমিকঃ চাঁদপাড়া ঐতিহ্যবাহী বেঙ্গল ফাইন আর্টস কলেজে দুদিনের এক পেইন্টিং এর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ২২ মার্চ দুদিন ব্যাপি আয়োজিত এই ওয়াশ পেইন্টিং ওয়ার্কশপ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও বর্ষিয়ান চিত্রশিল্পী দেবনারায়ন দেবনাথ। উপস্থিত ছিলেন, অধ্যাপক দিলীপ মল্লিক, অধ্যাপক দেবাশিস সরকার, কলেজ পরিচালন কমিটির সহসভাপতি নিরাপদ দাস এবং শিল্প ও সংস্কৃতি প্রেমী নিরাপদ দাস, মনীন্দ্র চন্দ্র পাল প্রমুখ। কলেজের নবনির্মিত অডিটোরিয়ামে এদিন স্নাতক স্তরের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের শ'খানেক শিক্ষার্থী এই পেইন্টিং কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন, বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী অভিজিৎ সরদার ও সৌম্যদীপ দাস। প্রশিক্ষক দ্বয়ের তত্ত্বাবধানে উপস্থিত প্রশিক্ষনার্থীগণ মনযোগ সহকারে পেইন্টিং এর কাজ করেন।

এদিনের কর্মশালয় উপস্থিত ৬ ষ্ঠ ও অষ্টম সেমেষ্টারের প্রশিক্ষনার্থীগণের মধ্যে কর্মশালাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। কলেজের প্রান পুরুষ দেবনারায়ন বাবু জানান, কর্মশালার পর আগামী ২৪ মার্চ কলেজ আয়োজিত 'বর্তমান সমাজে শিল্পের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখবেন এশিয়াটিক সোসাইটি ও ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের কো-অর্ডিনেটর ডঃ সোমনাথ মুখার্জি ও সুবিমলেন্দু বিকাশ সিনহা। পরদিন রয়েছে কলেজের প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসব। আর্টস কলেজের এই সমস্ত কর্মসূচীকে ঘিরে কলেজে বেশ সাজো সাজো রব পরিলক্ষিত হয়।

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি Abdul Majid Mondal, পিতা- Late Sahabaux Mondal, গ্রাম- ভিড়া, পোঃ- ছয়ঘরিয়া, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণার বাসিন্দা। আমার সঠিক জন্ম তারিখ ০১/০১/১৯৭২ এবং জন্মস্থান গ্রাম- ভিড়া, পোঃ- ছয়ঘরিয়া, থানা- বনগাঁ, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা। কিন্তু আমার ভোটার কার্ড (HCL1812304) এ আমার নাম লেখা আছে Majid Mondal এবং জন্ম তারিখ লেখা আছে ০২/০১/১৯৯০। বিগত ইংরাজী ১৯/০১/২০২৩ তারিখে বনগ্রাম এক্সিকিউটিভ আদালতের হলফনামা বলে ঘোষণা করছি যে, আমার সঠিক জন্ম তারিখ ০১/০১/১৯৭২ এবং আমি Abdul Majid Mondal ও Majid Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম।

HALL MARK

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র

পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।

বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স

- নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
- আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
- আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
- পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
- এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
- জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
- সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
- Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।

দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ	নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)	বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**